জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

এস.আর.ও নং.....আইন, ২০২৪। সরকার জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ এর ধারা ২০ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা করা হইলো, যথা-

প্রথম অধ্যায়

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- (১) এই বিধিমালা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে এই বিধিমালায়-

(১) **"আইন"** অর্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩

(২) **"ধারা"** অর্থ আইনের কোন ধারা

(৩) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান

(৪) **"বোর্ড"** অর্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বোর্ড

(৫) **"বিধি"** অর্থ এই বিধিমালার কোন বিধি

(৬) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার সাথে সংযুক্ত কোন তফসিল

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির **অধিকার ও** সুরক্ষানিশ্চিতকরণ।- (১) বোর্ড, কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, ক্ষেত্রমত, নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ফাউন্ডেশন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সকল অধিকার নিশ্চিতকরণে,স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করিবে।

(৩) বোর্ড বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় যেকোনো ধরনের প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে বা উক্তরূপ সহায়তা প্রদানের জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বা স্থানীয় প্রশাসনকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

৪। প্রতিবন্ধিতা জরিপ পরিচালনা।-(১) বোর্ড এর অনুমোদন সাপেক্ষে আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতি ৫ বৎসর পর পর সারা দেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা, প্রতিবন্ধিতার ধরণ জাতীয় প্রতিবন্ধী জরিপ পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) ফাউন্ডেশন উপবিধি (১) এর অধীনে জরিপের ফলাফল পুস্তক, জাতীয় গণমাধ্যম বা উহার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে এবং সরকার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহনের ক্ষেত্রে এ বিধির অধীন প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৩) উপবিধি (১) এর অধীনে পরিচালিত জরিপের ফলাফলের সাথে অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জরিপের ফলাফলের অসামঞ্জ্যতা সৃষ্টি হইলে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরিপের ফলাফল প্রাধান্য পাইবে।

(৪) প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত কোন জরিপ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ব্যতীত অন্য কোন সংস্থা বা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হইলে বা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এই বিধিমালার অধিনে পরিচালিত হইবে। বোর্ড এই রূপ জরিপে উহার কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির থেরাপি এবং **পুনর্বা**সনের সুবিধা প্রদান।- সরকার, বিনামূল্যে বা ক্ষেত্রমত, স্বল্পমূল্যে সরকার বা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের (থেরাপিউটিক চিকিৎসা সেবা ইলেকট্রোথেরাপি, ম্যানুয়াল থেরাপি, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি, হিয়ারিং সেবা, ভিজ্যুয়াল সেবা, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা ইত্যাদি) প্রদান করিতে পারিবে।

৬। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন।- (১) ফাউন্ডেশন সরকারের সাথে যৌথভাবে বা এককভাবে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করার পদক্ষেপ গ্রহন করিবে।

(২) জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে সরকার জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রচার, রেডিও টেলিভিশনে প্রয়োজনীয় আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে পারিবে।

৭। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা।— সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে ফাউন্ডেশন সময়ে সময়ে প্রতিবন্ধিতার কারণ ও উহা নিরসন সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহন করিবে এবং তা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা।- (১) ফাউন্ডেশন, সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) ফাউন্ডেশন উপবিধি (১) এর অধীনে স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় কারিকুলাম বা সিলেবাস প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৩) উপবিধি (২) এ কারিকুলাম বা সিলেবাস তৈরি করার জন্য ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দান বা উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কারিগরি কর্ম (টেকনিক্যাল সার্ভিস) গ্রহন করিতে পারিবে।

৯। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা।-(১)কোন সংগঠন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

১০। বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ।- (১) ফাউন্ডেশন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সেবা ও উন্নয়নের স্বার্থে সংশ্লিষ্টবিষয়েসরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথভাবে যেকোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) উপবিধি (১) এর অধীনে গৃহীত বা গৃহীতব্য প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার উহার জমি বা প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপবিধি (২) এর অধীনে প্রদত্ত জমি বা অর্থ ফাউন্ডেশনের সম্পদ হিসাবে গন্য হইবে।

১২। জাতীয় পাঠ্যক্রমে প্রতিবন্ধিতা বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ ।-(১)ফাউন্ডেশন সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, জাতীয় টেক্সটবুক বোর্ডের সাথে সমন্বয় করেজাতীয় শিক্ষা কারিকুলামের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে বা উক্ত বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(২) ফাউন্ডেশন সময়ের চাহিদা বিবেচনা করে, জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রস্তুত ও কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে।

১৩। **প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি আদেশ মোতাবেক পরিচালনা।-**সকল প্রতিবন্ধিতাসংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি আদেশ মোতাবেক জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ এর অধীন পরিচালনা করিতে হইবে।

১৪। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।-** ফাউন্ডেশন দেশের শিক্ষিত প্রতিবন্ধী / প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার/তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিষয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এটুআই, যুব উন্নয়ন এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

১৫। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সহায়ক উপকরণ উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।-** (১) সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্বল্পমূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপকরণ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সহায়ক উপকরণ তৈরির কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

১৬। **প্রতিবন্ধী নিবাস প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও পরিচালনার অনুমতি।- (১) ফাউন্ডেশন** সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমেপিতা-মাতা বা অভিভাবকহীন, নিঃসন্তান বা বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিবন্ধী নিবাস প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবে বা কোন বেসরকারীসংস্থাকে এইরূপ প্রতিবন্ধী নিবাস স্থাপন ও পরিচালনার জন্য অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপবিধি (১) এ উল্লিখিত প্রতিবন্ধী নিবাস স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় জমি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আবাসন সুবিধার ব্যবস্থাকরণ।- ফাউন্ডেশন কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৮। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান।- (১)** বোর্ড বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পৃথকভাবে বা জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড উপবিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক জেলায় বা ক্ষেত্রমত মহানগরে পৃথক আইনজীবী প্যানেল নিয়োগ করিতে পারিবে বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের কোন কর্মকর্তাকে উক্ত কাজে সহায়তা প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৯। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনে সহায়তা করা।-(১)প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের নিমিত্ত তাদের উপযোগী খেলাধূলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ক্ষেত্রমত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা করিবে।

(২) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য ক্রীড়াবিদ বাছাই ও দলগঠন করিতে পারিবে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সুযোগ পেয়ে থাকেন তাদেরকে উক্ত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সক্ষমতা অনুযায়ী আর্থিক ও আনুষঙ্গিক সহযোগিতা করিবে।

২০। জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যাবলির সমন্বয় সাধন।- বোর্ড, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ বা অন্য কোন আইনের অধীনে যে সকল সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে, তাহাদের কাজের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা-

(ক) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তথ্য সংগ্রহ করা উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রস্তুত করে উহা বোর্ড এবং সরকারের নিকট উপস্থাপন করা।

(খ) দফা (ক) এর অধীনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কাজের বিষয়ে সুপারিশ, পরামর্শ বা সহযোগিতা প্রদান করা।

২১। গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দৈনন্দিন কার্যক্রম এবং কর্মসংস্থানে কেয়ার গিভার সার্ভিস প্রদান।- গুরুতর প্রতিবন্ধীব্যক্তির দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও কর্মসংস্থানের সহযোগী হিসেবে সংশ্লিষ্ট সেবা কর্মী প্রদানের জন্য ফাউন্ডেশন কেয়ার গিভার সার্ভিস প্রদানকারী সংগঠনের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং তাদের কার্যক্রম সমন্বয়পুর্বক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। একীভূত শিক্ষা এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।- (১) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে ফাউন্ডেশনপ্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কার্যক্রমকে একই প্লাটফরমে আনয়নের লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নে এতদসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করিবে।
(২) এনসিটিবি এর সাথে সমন্বয় করে সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি সমমানে উন্নীত করা।
২৩। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণ ও উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন।-** ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণ ও উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশনাসমূহ সরকারের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করিবে।
২৪। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরিকরণ। -** দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার সাথে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরীর ক্ষেত্রে অন্যান্য যোগ্যতা পূরণ করলে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশেষায়িত বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা ইত্যাদি

২৫। নতুন বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা।- (১) ফাউন্ডেশন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ এর অধীনে সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিবে।

(২) তবে শর্ত থাকে যে, আইনের অধীন আদেশ জারী না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ এর অধীন স্থাপিত, পরিচালিত, নিবন্ধিত প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সকল বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান চলমান থাকিবে।

(৩) বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ: বিধি মোতাবেক ফাউন্ডেশন বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ফাউন্ডেশনের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২৬। জেলা ও উপজেলার প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে 'স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম'পরিচালনা।- (১) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ফাউন্ডেশন প্রয়াজনীয় সংখ্যক জেলা ও উপজেলায় 'স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম' স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা জারীর পুর্বে বিদ্যমান '**স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম**'যে শর্তে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর ছিল, সরকার কর্তৃক জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ এর অধীন এতদসংশ্লিষ্ট আদেশ জারী না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে চলমান থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলী:

২৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যাবলী হইবে নিম্নরুপ:

আইনে উল্লেখিত কার্যক্রম ব্যতীত ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

যথা : ক) জেলা উপজেলাসহ সারা দেশে ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী তদারকি, সমন্বয় ও গতিশীল করা।

খ) সরকারের আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

গ) এ বিধিমালার অধীন অনুদান বা ঋণ মঞ্জুর করা।

ঘ) ফাউন্ডেশনের নিজস্ব আয়ের বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করে বোর্ডে উপস্থাপন করা।

ঙ) ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি সরকারি বিধি মোতাবেক পরিচলনা।

চ) ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ছ) নিয়োগ-বদলী-পদায়ন ও ছুটিসহ সংস্থাপন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন

জ) ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা

(ঝ) বোর্ড এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা এবং নীতিগত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা

(ঞ) ফাউন্ডেশনের কাযাবলী সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী ও কৌশলাদি কাযকর করা

(ট) আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সংরক্ষণ

(ঠ) বোর্ডের দালিলাদি প্রস্তুত করণ

(ড) ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ

(ঢ) এ বিধিমালার অধীন প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব এবং কার্যাবলী সম্পাদন।

পঞ্চম অধ্যায়

অনুদান, ঋণ প্রদান ও আদায়, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি

২৮। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অনুদান প্রদান।- (১) ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তাহার শিক্ষা, চিকিৎসা, পুনর্বাসন, বাসস্থান বা অন্য কোন প্রয়োজনে তফসিল (ক) অনুযায়ী বাৎসরিক অনুদান প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে সর্বোচ্চ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করিতে পারিবে।

২৯। অনুদান প্রাপ্তির শর্ত: এই বিধিমালার অধীন অনুদান প্রাপ্তির জন্য কোন সংগঠনকে নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা-

(ক) সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে কাজ করার কমপক্ষে ৩/৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

(খ) নিবন্ধনকারী উক্ত সংগঠনকে উহার নিয়মিত নিরীক্ষা এবং সুস্থু আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রত্যয়ন পত্র থাকিতে হইবে;

(গ) নিবন্ধনের ৩/৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে হইবে;

৩০। অনুদান ব্যয়ের খাত।- এ বিধিমালার অধীন প্রদত্ত অনুদান নিম্নলিখিত খাতে ব্যয় করিতে হইবে, যথা-

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা, প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিদ্যালয় পরিচালনা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রশিক্ষণ;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পুর্নবাসন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও আয়বর্ধক কাজে অনুদান প্রদান

৩১। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ঋন প্রাপ্তির আবেদন: (১) কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা সংগঠন এই বিধিমালার অধীন ঋণ প্রাপ্তির জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালকবরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(২) ফাউন্ডেশন উপবিধি (১) এর অধীন ঋণ প্রদানের জন্য।

৩২। ঋণ অনুমোদনের খাত।- (১) নিম্নলিখিত খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা সংগঠনকে ঋণ অনুমোদন করা যাইবে, যথা-

(ক) প্রতিবন্ধী বক্তিদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্তৃক বা ব্যক্তির জন্য কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা; বা

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন খাত।

(২) বোর্ড উপবিধি (১) এ উল্লিখিত খাতে তফসিল (গ) তে বর্ণিত পরিমান ঋণ মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৩) বোর্ড তফসিল (গ) এ উল্লিখিত যে কোন পরিমান ঋণ অনুমোদনের জন্য জেলা বা উপজেলা কর্মকর্তাকে ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবে।

৩৩। ঋণ বিতরন, আদায়, সার্ভিস চার্জ, মেয়াদ ইত্যাদি।- (১) বিধি এর অধীনে প্রদত্ত ঋণ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় ও বিতরন করিতে হইবে।

(২) ঋণ গ্রহণকারী সংগঠন ঋণ দানের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ আদায় করিতে পারিবে;

(৩) কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে প্রদত্ত ঋণের মেয়াদ হইবে কমপক্ষে ৩ বৎসর এবং সর্বোচ্চ ৫ বৎসর;

(৪) কোন ব্যক্তি বা সংগঠন নির্ধারিত মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে ঋণ আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা ঋণ পুনতফসিলি বিষয়ে বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৪। ঋণ বা অনুদান চুক্তি সম্পাদন।- বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কাঠামোতে অনুদান বা ঋণ গ্রহীতার সাথে ফাউন্ডেশনের চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

৩৫। রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।- (১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ঋণ সহায়তা নীতিমালা এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চাকুরী বিধিমালা, ২০১৬ রহিত হইবে;

(২) উক্তরূপ রহিত করন সত্ত্বেও (ক) উক্ত, রহিত বিধিমালার অধীন সম্পাদিত সকল কাজকর্ম বৈধ হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে এবং উক্ত রহিতকৃত বিধিমালার অধীন অনিষ্পন্ন কার্যাদিসমূহ/প্রকল্প/কমসূচি ইত্যাদি এই বিধিমালার অধীনে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

৩৬। তফসিল সংশোধন।- বোর্ড, সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

তফসিল- ক

অনুদান

বিধি ..... দ্রষ্টব্য

অনুদানের পরিমান ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	অনুদানের গ্রহীতার নাম	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
১	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক	-	২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা
		(খ) বোর্ড	২০,০০১ (বিশ হাজার এক) এক টাকা	১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা
২	সংগঠন	(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক	-	-
		(খ) বোর্ড	-	২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা

* বোর্ড কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির গুরুতর রোগের (কিডনি রোগ, ক্যান্সার রোগ, হার্ট, লিভার প্যারালাইসিস, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন বিয়োজন চিকিৎসার জন্য জরুরী বা বিশেষ অনুদান প্রদান করিবে।

** ব্যবস্থাপনা পরিচালক- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের জন্য অনুদান করিতে পারিবেন।
*** ব্যবস্থাপনা পরিচালক- কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের হিসাব পরবর্তী বোর্ডের সভায় পেশ ও অনুমোদন করিতে হইবে।

তফসিল- খ

ঋণ

বিধি ..... দ্রষ্টব্য

ঋণদানের পরিমান ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	ঋণ গ্রহীতার নাম	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
১	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (খ) বোর্ড	২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা ৫০,০০১ (এক লক্ষ) টাকা	৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা
২	সংগঠন	(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (খ) বোর্ড	---- ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা	------ ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ টাকা

* ব্যক্তিকে ঋণ ব্যবসা, হাসমুরগী পালন,কুটির শিল্প, হস্তশিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রদান করা হইবে।

** প্রতিবন্ধী পুর্নবাসনের জন্য কোন বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, ব্যবস্থা, হাঁসমুরগী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস চাষ ইত্যাদির কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঋণদানের জন্য কোন সংগঠনকে ঋণদান করা হইবে।

ব্যক্তির ঋণ দানের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি:-

১। জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধনদানের ফটোকপি
২। সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচয় পত্র (যদি থাকে)
৩। ঋণ গ্যারান্টারের নাম, ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্র
৪। ব্যবসায় ট্রেড লাইসেন্স
৫। ঋণ পরিশোধের অঙ্গীরনামা-(ঋণ গ্রহিতা ও গ্যারান্টারের)

সংগঠনকে ঋণদানের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি।-

১। সংগঠনের নিবন্ধনের সত্যায়িত ফটোকপি
২। সর্বশেষ অনুমোদিত কার্যকরী কমিটির তালিকা
৩। সাধারণ সদস্যদের তালিকা
৪। সাধারণ সভায় ঋণ গ্রহণের রেজুলেশন
৫। কার্যকরী পরিষদের সকল সদস্যের ঋণ পরিশোধের (নোটারীকৃত) অঙ্গীকারনামা-
৬। কার্যকরী পরিষদের পক্ষে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত জামাতন চেক।